তারিখ 14 OCT 1988
পৃষ্ঠা 7 কলাম 1
(৭২)
শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
179

দৈনিক সংবাদ

পরীক্ষা পেছানোর দাবী অযৌক্তিক

আমরা ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের অধীন প্রথম বর্ষ (সম্মান) শ্রেণীতে ভর্তি হই। ভর্তি হতে হতেই আমাদের শিক্ষাজীবনের পুরোপুরি একটি বছর অর্থাৎ ১৯৮৬-৮৭ কেটে যায়। ১৯৮৭ সনের ১৭ই অক্টোবর আমাদের ক্লাস শুরু হলেও দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অপরিকল্পিত ছুটির বোঝা চাপিয়ে দেয়ায় মাত্র এক সপ্তাহ ক্লাস চলে। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৮৮ সনের ১৬ই জানুয়ারী পুনরায় ক্লাস শুরু হয়। সন্তোষজনকভাবে পাঠ্যক্রম সমাপ্তিতে অগ্রগতি হওয়ায় সেশনজট নিরসনের লক্ষ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ৬ই সেপ্টেম্বর আমাদের ১ম বর্ষ (সম্মান) ফাইনাল পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করেন। পরীক্ষার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রথমবারের মত তা পিছিয়ে ২৬শে সেপ্টেম্বর এবং বন্যাজনিত কারণে ২৩শে অক্টোবর নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু কোন কোন মহল এতেও সন্তুষ্ট নন। তারা আবারো পরীক্ষা পেছানোর দাবী তুলছেন। তাদের বক্তব্যে যুক্তি নেই।

আমাদের কথা হচ্ছে যেহেতু ৬-৯-৮৮ তারিখেই পরীক্ষা হবার কথা ছিল সেহেতু বন্যার পূর্বেই পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার কথা। আর তা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি শেষে পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত যে ২৪ দিন সময় পাওয়া যাবে তা পূর্ব প্রস্তুতিকে শাণিয়ে নেবার জন্যে যথেষ্ট এবং পর্যাপ্তও বটে। এমতাবস্থায় পরাক্ষা পুনঃ পেছানোর দাবী অযৌক্তিক নয় কি?

আ,শ,ফ, ওয়াহেদ সুমন,
তাহেরা সুলতানা,
ফরিদা খানম,
পরিসংখ্যান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

গত ১৬ই ভাদ্র 'সংবাদ' পত্রিকায় চিঠিপত্র বিভাগে "সরিষাবাড়ী কলেজে ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা পরীক্ষায় অনিয়ম" শিরোনামে মোঃ শাজাহান, প্রভাষক, পদার্থবিদ্যা, শ্রীবর্দী সরকারী কলেজ, শেরপুর কর্তৃক একটি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে। চিঠিটি আমি সম্পূর্ণ পড়ি এবং ইহার বক্তব্যসমূহ সম্পূর্ণ মিথ্যা, অসংগতিপূর্ণ, ভিত্তিহীন এবং অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কারণ আমি উল্লেখ করিতেছি যে, প্রভাষক মোঃ শাজাহান ১০ই জুলাই বেলা ১২টার পর সরিষাবাড়ী কলেজে বহিরাগত পরীক্ষক হিসেবে ব্যবহারিক পরীক্ষা নিতে আসেন। তিনি এখানে আসিয়াই শারীরিক অসুস্থতার কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু অত্র কলেজের পরীক্ষার্থী/পরীক্ষার্থিনীগণ পূর্ব নির্ধারিত সময় বেলা ৮টায় পরীক্ষা দেওয়ার জন্য হাজির হয়। কিন্তু বহিরাগত পরীক্ষকের অনুপস্থিতি দেখিয়া পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধ্যক্ষ সাহেব এই অনুপস্থিতিকে অনিবার্য কারণ উল্লেখ করিয়া পরীক্ষা স্থগিতের নোটিশ প্রদান করেন। কিন্তু বেলা ১২টার পর উপস্থিত কিছুসংখ্যক ছাত্র মোঃ শাজাহান সাহেবকে অনুরোধ করায় তিনি বেলা ৫-১৫ মিঃ পর্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণ করেন।

কাজেই পরীক্ষা বন্ধের বিষয়ে অধ্যক্ষ সাহেবের উপর যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং কমিটির জনৈক সদস্য কর্তৃক যে মামলার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও ভিত্তিহীন।

প্রভাষক সাহেবের সম্ভবতঃ কোন গোপন উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়ায় তিনি অধ্যক্ষ এবং অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে না জানাইয়াই চলিয়া যান। পরে অত্র কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপায়ন্তর না দেখিয়া বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী অন্য কলেজ হইতে বহিরাগত পরীক্ষক নতুনভাবে নিয়োগ করিয়া পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন।

তাহা ছাড়া বহিরাগত লোকের দ্বারা হুমকি এবং খাতা দেখায় বাধা প্রদানের বিষয়টি সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ একই কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পার্শ্ববর্তী কক্ষে একই সময়ে জীববিদ্যা বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্প[illegible] হইয়াছে।

প্রভাষক সাহেব হীন স্বা[illegible] উদ্ধারে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ব্য[illegible] গতভাবে আমার সুনাম [illegible] করিয়াছেন। দীর্ঘ এক মাস প[illegible] তার এহেন অপপ্রচার ও অপ[illegible] চেষ্টা আমার তথা শিক্ষককু[illegible] পেশাগত মর্যাদা ক্ষুন্ন করা[illegible] আমি ইহার তীব্র প্রতিবাদ ক[illegible]তেছি।

মোঃ হেলাল-ই-আ[illegible]
প্রভাষক ও বিভাগীয় প্রধা[illegible]
পদার্থ বিজ্ঞান বিভা[illegible]
সরিষাবাড়ী কলেজ
সরিষাবাড়ী, জামালপুর